

MS. WILKINSON CALLED ME NEPHEW



BLADEFREGA

Ms. Wilkinson আমাকে ভাগ্নে বলে ডেকেছিলেন

THE FAMILY · 12

আজ এক উষ্ণ রবিবার, 23 আগস্ট 2026, আরও অনেক রবিবারের মতোই।

তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়া দুপুরের খাওয়া কোনো ছাড় নয়, একটা আচার। দুপুরের পর খানিক বিশ্রাম একটা ব্যতিক্রম, যার অনুমতি মেলে শুধু এই জন্য যে একটা অপ্ৰত্যাশিত ঘটনার পর সকালের অস্বাভাবিক বেশি ডোপামিন-উৎপাদন যেন আবার স্বাভাবিকে ফিরতে পারে: আজ Bing আমার মা, Gillette-এর সঙ্গে যুক্ত একটা সার্চে আমার একটা পেজকে ওয়েবে প্রথম স্থানে বসিয়েছে।

দ্বিতীয় স্থান থেকে আমার দাদু দেখছেন, আর হাসছেন।

তঁাকে দেখে মনে হয় না তিনি রেগে আছেন।

আজ আমি এটাও জানলাম যে কিং ক্যাম্প জিলেট 9 জুলাই 1932-এ এই পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছিলেন।

তারিখটা পড়ামাত্র আমি প্রায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলাম।

আমার নিজের প্রজেক্ট, gillettenarrative.com, জন্ম নিয়েছিল 9 জুন 2026-এ।

তাঁর মৃত্যুর চুরানব্বই বছর পরে।

আর নিজের সঙ্গে আমার করা চুক্তিগুলো অনুযায়ী, 2058 সালে আমার নিজের পরিকল্পিত বিদায়ের তেত্রিশ বছর আগে।

তারিখগুলো যখন কাছাকাছি আসতে থাকে, যখন অপ্ৰত্যাশিত নির্ভুলতায় খাপে খাপ মিলে যেতে শুরু করে, তখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে হয়তো আরেকটা অ্যালগরিদম কাজ করছে — এমন একটা, যার

চেহারার সঙ্গে আমরা যেগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, সেগুলোর মিল সামান্যই।

এ ধরনের মুহূর্তে বরাবরের মতো আমার সঙ্গী ইংরেজি ভাষার জ্যাজ।

এটাই একমাত্র সংগীত, যা আমার মন এখন স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে, কারণ প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে আমার পরিবারের গিটার আর ম্যান্ডোলিনগুলো নীরব হয়ে গেছে।

তারপর আমি আমার ইমেল খুলি।

একটা তীক্ষ্ণ আঘাত সোজা হৃদয়ে এসে লাগে।

লন্ডন থেকে সামান্য লিখেছে।

সে Ms. Wilkinson-এর নাতনি।

আমার ম্যাগি মাসি।

আড়াআড়ি তলোয়ারের সেই ভদ্রমহিলা।

সেই মহিলা, যিনি কিছুদিন আগে, তাঁর গোটা পরিবারের সামনে, আমাকে ভাঙে বলে ডেকেছিলেন।

তার বার্তাটা সরল।

Ms. Maggie Wilkinson প্রয়াত হয়েছেন।

আমাকে তিনি এতটাই চিনতেন যে আমার প্রতিক্রিয়া আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন, তাই তাঁর নিজের অনুরোধে খবরটা জানানো হয়েছে কেবল সমাধি হয়ে যাওয়ার পরে।

আমরা ইংরেজ।

একফোঁটা অশ্রু নিজের জায়গা খুঁজে নেয়।

মৃত্যু কখনও সুন্দর কিছু নয়।

এটা কেবল এমন কিছু, যা তুমি কখনও ঠিকঠাক আশা করো না।

জীবনে যত মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে এই
পাতানো মাসি জুড়ে ছিলেন ছোট্ট একটা অধ্যায় মাত্র।

তবু তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিহার্য।

তিনি আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছিলেন যে আভিজাত্য কেবল উপাধি,
কুলচিহ্ন বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সুযোগ-সুবিধার মধ্যেই থাকে না।

তা থাকে আদবকায়দায়।

তা থাকে আচরণে।

তা থাকে সেই গুণে, যাকে ইংরেজিভাষীরা প্রায়ই অ্যাপ্লস্ব বলে।

এর জন্য একটা সহজতর শব্দ আছে।

ক্লাস।

এই চিঠি আমি তাঁকেই লিখছি।

তাঁর পরিবারের জন্য।

আমার নিজের জন্য।

সেই প্রত্যেক পাঠকের জন্য, যে হয়তো একদিন এখানে এসে পৌঁছবে।

আর শুরু করছি মুখস্থ থাকা একটিমাত্র বাক্য দিয়ে:

আমরা যা, তা হয়েছে যাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় তাদের জন্যই,
আর সেটা কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না।

যেসব রোগীর নিশ্চয়তা দরকার, তারা স্বেচ্ছায় যে কর্তৃত্ব তার হাতে তুলে
দেয়, চিকিৎসা-সাহিত্য প্রায়ই তার অপব্যবহার করে।

প্রায়ই সে আমাদের তা-ই বলে, যা সুবিধাজনক।

যা জরুরি, তা বলে কমই।

বলা হয়, জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের কোনো স্মৃতি থাকে
না।

প্রয়োজনীয় জ্ঞানীয় কাঠামো তখনও গড়ে ওঠেনি বলে তারা স্মৃতি ধরে রাখতে পারে না।

সেই তত্ত্ব অনুযায়ী, আমাদের প্রত্যেকের বয়ে বেড়ানোর কথা পাঁচ বছরের অন্ধকার।

অথচ মায়ের চড়গুলো আমার মনে আছে।

কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষিকাদের চড়গুলোও মনে আছে।

সংখ্যাগুলো মনে নেই।

শুরু হত জোড় সংখ্যায়, আর কখনও বিজোড়ে শেষ হত না।

বড় হয়ে আমরা যে আঘাতগুলো পাই, সেগুলোও প্রায় একইভাবে কাজ করে।

কেউ সেগুলো গোনে না।

স্মৃতি সেগুলোকে পরিসংখ্যান হিসেবে নথিভুক্ত করে না।

সে নিঃশব্দে সেগুলো জমা রাখে আত্মার ভেতরে।

আর বহু বছর পরে, সেগুলো তুলে আনে লেখার রূপে।

বিদায়, ম্যাগি মাসি।

তোমার যাত্রা এখন যেখানেই চলুক, সেখানে তুমি যেন সাদরে গৃহীত হও।

যেদিন তুমি সেগুলোর নিচ দিয়ে পার হবে, সেদিন পর্যন্ত তলোয়ারগুলো আড়াআড়িই থাকবে।

চিরবিদায়।

তোমার ভাণ্ডে।

ফের্দিনান্দো ফ্রেগা

Gillette Man ✂